



বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ
ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের
পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:
বিদেশে অবস্থানরত পাসপোর্টবিহীন
বাংলাদেশি নাগরিকদের ইলেক্ট্রনিক
ট্র্যাভেল পারমিট (ETP) প্রদান

Reform Initiative Ownership (RIO)
A Co-creation of 118th Senior Staff Course



Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

জুলাই বিপ্লব কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়; এটি ছিল গনতন্ত্রের প্রতি জাতির অঙ্গীকারের পুনর্জাগরণ। বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী ছাত্র জনতার মূল দাবী ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনগনের সেবায় নিয়োজিত করা, যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো হবে জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও মানবিক। এ সংস্কার কেবল সরকারের নীতির পরিবর্তন নয়, বরং এটি সামাজিক চুক্তি পুনর্গঠনের আহ্বান- যেখানে রাষ্ট্রের সকল স্তরে নাগরিকের অধিকার প্রাধান্য পাবে। এই চেতনাকে ধারণ করে বিদেশস্থ দূতাবাসগুলোকে "জনসেবক"-এ রূপান্তরিত করতে হবে, যেখানে প্রবাসীরা আন্তরিকতার সাথে সেবা পাবে, সম্মান পাবে, এবং দেশের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রত্যেকটা মিশন একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী ছয় মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মোহাম্মদ নাজমুল হক

মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :

সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

প্রেক্ষাপট

বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র

বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :

সংস্কার উদ্যোগসমূহ

প্র্যাক্টিস রিফর্ম

প্রসেস রিফর্ম

স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :

একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে

উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিশ্বের ৬২ টি দেশে ৮২ টি কূটনৈতিক মিশন রয়েছে। মিশনগুলো বিদেশী সরকারের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষাণাবেক্ষণে কাজ করে। বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে সে দেশের বাজার সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মিশনগুলো সহায়তা করে। মিশনগুলো নিজ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অন্যান্য দেশে তুলে ধরে। এর মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া ও সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। মিশনগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা যাতে দ্রুত সহায়তা পায়, সেই জন্য মিশনগুলো কাজ করে। সার্বিক বিবেচনায় তাই বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলো দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

শক্তি:

- ১। প্রশিক্ষিত কূটনীতিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী।
- ২। বিশ্বজুড়ে উপস্থিতি।
- ৩। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে সক্রিয়তা।
- ৪। জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
- ৫। প্রবাসী কমিউনিটির শক্তিশালী ভিত্তি যাদের মাধ্যমে দূতাবাসের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব।

দুর্বলতা:

- ১। প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, সীমিত ডিজিটাল সেবা, অনলাইন পদ্ধতির অভাব।
- ২। জনবলের স্বল্পতা, বিশেষ করে শ্রমঘন দেশগুলোতে কম জনবল।
- ৩। বিরূপ আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব।
- ৪। দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ।

সুযোগ:

- ১। কনসু্যলার সেবাকে পুরোপুরি অনলাইন ভিত্তিক করা।
- ২। দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে প্রবাসীদের ব্যবহার।
- ৩। পাবলিক ডিপ্লোমেসি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তির উন্নয়ন।
- ৪। জনশক্তি, কৃষিপণ্য, তৈরি পোশাক, ও তথ্য প্রযুক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন বাজার খোঁজা।

ছমকি:

- ১। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নীতির পরিবর্তনে প্রবাসীদের ক্ষতি।
- ২। দূতাবাসের ব্যর্থতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে প্রবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার।
- ৩। দালাল চক্রের মাধ্যমে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি বা অর্থ আদায়।
- ৪। বিদেশি রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ আইন-কানুন পরিবর্তনের কারণে প্রবাসী শ্রমিকদের চাকরি হারানো বা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া।
- ৫। প্রযুক্তির সাথে তাল মিলাতে না পারা এবং উন্নত দেশগুলোর দূতাবাসের তুলনায় পিছিয়ে পড়া।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে আধুনিক বিশ্ব অনেক বেশি গতিশীল। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে, সেবার মান উন্নত করতে হলে এবং ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে মিশনগুলোর আধুনিকায়ন ও সংস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়াও, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি কমানো এবং দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য সংস্কার অপরিহার্য। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিশনগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার এবং অনলাইন সেবার প্রসার মিশনগুলোর কার্যকারিতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব অনেক সময় দুর্নীতি ও সরকারী সম্পদের অপব্যবহারের পথ খুলে দেয়। তাই, মিশনগুলোর কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতার সাথে সাথে মিশনগুলোর কার্যক্রমের ধরনও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য মিশনগুলোকে প্রস্তুত করা দরকার।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ ই-পাসপোর্ট প্রদান সহজীকরণ

প্রেক্ষাপট:

ই-পাসপোর্ট ইস্যু বা রি-ইস্যু করার জন্য আবেদনকারীকে একাধিকবার মিশনে আসতে হয়। এতে তাদের অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ভ্রমণ ঝুঁকি থাকে। তাদের আগমন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অনলাইনে তাদের আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে। আবেদনগুলোকে এলাকাভিত্তিক তালিকা করে (যে সব এলাকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংখ্যা বেশী) সে সব এলাকায় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মিশন থেকে প্রতিনিধি পেরণ করে বায়োমেট্রিকস গ্রহণ করা যেতে পারে। পাসপোর্ট প্রিন্ট হয়ে আসার পর আবেদনকারীকে অবহিত করে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পাসপোর্ট প্রদান করা যায়। এ জন্য প্রত্যেক মিশনে বায়োমেট্রিকস গ্রহণের জন্য মোবাইল ডিভাইসের প্রয়োজন হবে।

উদ্দেশ্য:

সেবা সহজলভ্য করা, ভ্রমণ ঝুঁকি কমিয়ে আনা, দালালাদের দৌরাত্ম্য কমানো।

ফলাফল:

অর্থ ব্যয় হ্রাস, নিজ এলাকায় থেকে সেবা গ্রহণ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

পাসপোর্ট ও ভিসা উইং বা দায়িত্বপ্রাপ্ত উইং, বাংলাদেশ মিশনসমূহ।

সূচকঃ

ই-পাসপোর্টের জন্য কনসুলেটে আগমন দুই-তৃতীয়াংশ কমে যাওয়া।

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬।

১.২ সেবার তথ্য প্রচার

প্রেক্ষাপট:

মিশন থেকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম হবার একটি প্রধান কারণ হলো সেবাপ্রত্যাশীদের নিকট সেবা সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্যাদি না থাকা। ফলে তারা সহজেই দালালের খপ্পরে পড়েন। প্রবাসী বাংলাদেশিগন যেন সহজেই মিশনের প্রদত্ত সার্ভিস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন সে লক্ষ্যে সকল মিশন তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইটে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সেবার বিস্তারিত তথ্য (সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া, ফি) বাধ্যতামূলকভাবে শেয়ার করবে। তবে অনেক প্রবাসী অনলাইনে খুব সক্রিয় নন। তাদের কাছে তথ্য পৌছানোর জন্য যে সব স্থানে সাধারণত প্রবাসীরা জমায়েত হয় (দোকান, মসজিদ, রেস্টুরেন্ট, ইত্যাদি) সে সব স্থানে লিফলেট বিতরণ এবং দেয়ালে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে।

উদ্দেশ্য:

সেবার তথ্য সহজলভ্য করা, ভুল তথ্য প্রচার রোধ করা।

ফলাফল:

দালালদের দৌরাত্ম্য কমবে, অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হ্রাস পাবে, মিশনের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

কনসুলার উইং, বাংলাদেশ মিশনসমূহ।

সূচকঃ

সেবাগ্রহীতাদের পজিটিভ ফিডব্যাক

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

১.৩ রোটেশন নীতি

প্রেক্ষাপট:

একই কর্মচারী একই কাজ, বিশেষত কাউন্টারে, দীর্ঘদিন করলে কাজের প্রতি তার শৈথল্য বা আন্তরিকতার অভাব সৃষ্টি হতে পারে। একই সাথে তার আর্থিক অনিয়মে যুক্ত হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মিশনসমূহে রোটেশন পলিসি চালু করা যেতে পারে। এতে কাজের বৈচিত্রের পাশাপাশি মিশনের সকল কাজ সম্পর্কে কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা হয় এবং জরুরী প্রয়োজনে তাদেরকে কাজে লাগানো সহজ হবে।

উদ্দেশ্য:

কাজে আন্তরিকতা বৃদ্ধি, আর্থিক অনিয়মের সুযোগ হ্রাস।

ফলাফল:

মিশনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নির্ভরতা হ্রাস পাবে, দালালদের দৌরাত্ম্য কমবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

মিশন প্রধান, বাংলাদেশ মিশনসমূহ

সূচক:

সার্ভিস প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি, সেবাগ্রহীতাদের পজিটিভ ফিডব্যাক।

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

১.৪ সেবাগ্রহীতার মতামত গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

সেবা প্রদানের মানোন্নয়নের জন্য সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণ জরুরী। বর্তমানে মতামত গ্রহণ মিশনসমূহে ততটা প্রচলিত নয়। এতে মিশনের সেবার মান উন্নয়নে তেমন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। এ অবস্থায় সকল মিশনে মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে মিশনসমূহ প্রতি মাসে অন্তত একটি গণশুনানির আয়োজন করবে। এ ছাড়া মিশনে সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে মতামত গ্রহণের বক্স স্থাপন করতে হবে। ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক মিশনে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনিত করতে হবে। প্রতি মাসে সেই কর্মকর্তা মিশন প্রধানের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবেন। মিশনের ওয়েবসাইটে ড্যাসবোর্ড সংযুক্ত করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য:

মিশনের সেবার মান উন্নয়ন, অভিযোগ নিষ্পত্তি, দুর্বলতা নিরূপণ ও সমাধান

ফলাফল:

মিশনের প্রতি প্রবাসীদের আস্থা বৃদ্ধি, দালালের দৌরাত্ম্য হ্রাস।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

আই টি বিভাগ, বাংলাদেশ মিশনসমূহ।

সূচক:

সেবাগ্রহীতাদের পজিটিভ ফিডব্যাক।

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আই সি টি ডিভিশন, প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

১.৫ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেবাগ্রহীতারা সেবা প্রদানকারীর তথ্য জানতে পারেন না। ফলে তার প্রদত্ত সেবার মান সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে সেবাগ্রহীতা তা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারেন না। অপরপক্ষে সেবা প্রদানকারীর তথ্য সেবাগ্রহীতা না জানার কারণে সেবা প্রদানকারীর জবাবদিহিতা অনেক সময় নিশ্চিত হয় না এবং এ কারণে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব দেখা দেয়। সেবা প্রদানকারীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সেবা প্রদানকারীর তথ্য সেবাগ্রহীতার নিকট সহজলভ্য করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

সেবার মান বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

ফলাফল:

সেবা প্রদানকারী সেবা প্রদানে অধিক মনোযোগী হবে, আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

মিশন প্রধান, বাংলাদেশ মিশনসমূহ

সূচক:

সেবাগ্রহীতাদের পজিটিভ ফিডব্যাক

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, আই সি টি ডিভিশন

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

১.৬ অন্য দেশের গুড প্র্যাকটিস অনুসরণ

প্রেক্ষাপট:

অন্যান্য দেশের মিশনসমূহ তাদের প্রবাসী নাগরিকদের সহজ, দ্রুত ও কার্যকরী সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মডেল অনুসরণ করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও চাহিদা (যেমন শ্রমবাজার, পাসপোর্ট জটিলতা, সেবা দুর্বলতা) বিবেচনায় নিয়ে তেমনি কোন মডেলের সীমিত বা খন্ডিত অংশ কোন একটা মিশনে পাইলট আকারে চালু করা যেতে পারে। পাইলটের ফিডব্যাক নিয়ে প্রয়োজনে রূপান্তর করে ধাপে ধাপে অন্যান্য দূতাবাসে প্রসার ঘটানো যেতে পারে।

উদ্দেশ্য:

সেবা সহজীকরণ, সেবার মান বৃদ্ধি।

ফলাফল:

স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজড সেবা প্রদান, অন্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে সেবা প্রদানে সক্ষমতা অর্জন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা।

সূচক:

প্রদত্ত সেবার সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবাগ্রহীতাদের মূল্যায়ন।

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অন্যান্য দেশের

মিশনসমূহ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আই সি টি ডিভিশন, প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ ই-কনস্যুলার প্ল্যাটফর্ম

প্রেক্ষাপট:

মিশনসমূহ থেকে বর্তমানে অধিকাংশ সেবা ম্যানুয়ালি প্রদান করা হয়। এতে মিশন ও সেবাগ্রহীতা উভয়েরই অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। সেবার বিভিন্ন ধাপে দালালের সম্পৃক্ত হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। এ ছাড়া অনেক প্রবাসী রয়েছেন যারা পাসপোর্ট বা ওয়ার্ক পারমিট না থাকতে অবৈধ হয়ে পড়েন। ফলে এ অবস্থায় ভ্রমণ করলে তাদের আটক হবার সম্ভাবনা থাকে। এ সব সমস্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মিশনে ই-সার্ভিস প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ফি পরিশোধ, ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু, QR কোড সম্বলিত ডিজিটাল ডকুমেন্ট প্রদান, ই-মেইল, চ্যাটবট বা কল সেন্টারের মাধ্যমে রেসপন্স টাইম নির্ধারণ ইত্যাদি উক্ত ই-সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদ্দেশ্য:

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত, নির্ভুল ও কার্যকর সেবা প্রদান, সময় ও সম্পদের অপচয় হ্রাস, জনবান্ধব মিশনে রূপান্তর।

ফলাফল:

সেবাগ্রহীতার মিশনে আগমন কমবে, ঘরে বসে সেবা গ্রহণ করতে পারবে, দালালদের দৌরাভ্যু কমবে, প্রতারণা কমবে, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাংলাদেশ দূতাবাস, মানামা

সূচক:

প্রদত্ত সেবার সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবাগ্রহীতাদের মূল্যায়ন।

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, আই সি টি ডিভিশন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬।

২.২ কনস্যুলার সেবা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে কনস্যুলার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল মিশনের সময়সীমা এক নয়। আবেদনের সময় চাহিত তথ্যাদিতেও ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা দূর করতে সকল মিশনের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর চালু করে সকল মিশন থেকে কনস্যুলার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একই সময়সীমা ও মানদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে একই মানের সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

সকল মিশনে একই মানের কনস্যুলার সেবা নিশ্চিতকরণ।

ফলাফল:

মিশনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, সেবা প্রদানে সামঞ্জস্য আসবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

কনস্যুলার উইং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সূচক:

সেবাগ্রহীতাদের মূল্যায়ন

সহযোগিতায়: বাংলাদেশ মিশনসমূহ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, আই সি টি ডিভিশন

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ দূতাবাসে সেবা গ্রহণকারীদের ডাটাবেজ তৈরী

প্রেক্ষাপট:

প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষত রেমিট্যান্স, বিনিয়োগ, ও প্রবাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নির্মাণে। কিন্তু এখনো বাংলাদেশের কাছে একটি সমন্বিত, নির্ভরযোগ্য ও আপডেটেড প্রবাসী ডাটাবেজ নেই, যা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্পদ ও চ্যালেঞ্জ ব্যবস্থাপনায় বাধা সৃষ্টি করে। প্রবাসীরা সাধারণত ডাটাবেজ এ অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য স্বেচ্ছায় মিশনকে তথ্য প্রদানে আগ্রহী হন না। তাই কোন প্রবাসী যে কোন ধরনের সেবার জন্য মিশনে আবেদন করলে সয়ংক্রিয় ভাবে তার তথ্য ডাটাবেজ এ সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

কমিউনিটির শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, প্রয়োজন অনুসারে সেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

ফলাফল:

সেবা প্রদান সহজ হবে, দুর্বল ব্যক্তিদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে, কর্মসংস্থানের চাহিদা নিরূপণ করা সহজ হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাংলাদেশ দূতাবাস, বন্দর সেরি বেগওয়ান।

সূচক:

সবাগ্রহীতাদের সংখ্যা।

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬

৩.২ মিশনে সমন্বিত বাজেট প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহে বিভিন্ন উইং থাকে। উইংগুলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রত্যেকটা উইং এর বাজেট স্ব স্ব মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়। এর ফলে মিশনে ব্যয় নির্বাহের সময় বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। এ ধরনের জটিলতা এড়াতে মিশন সমূহে সমন্বিত বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে যা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাজেটের অধীনে থাকবে।

উদ্দেশ্য:

সরকারী অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন।

ফলাফল:

মিশনের ব্যয় নির্বাহে জটিলতা হ্রাস পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাজেট উইং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়: অর্থ মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মিশনসমূহ।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৩০ জুন ২০২৬

৩.৩ মিশনে পদায়নের পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পদায়ন

প্রেক্ষাপট:

মিশনের বিভিন্ন উইংয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তারা নিয়োগ প্রাপ্তির পর সরাসরি মিশনে যোগান করেন। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মিশনের কর্মপদ্ধতি এবং কূটনৈতিক রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। তাদের মিশনে পদায়নের মেয়াদ সাধারণত চার বছর হয়ে থাকে। তারা এই চার বছর মেয়াদের এক বছর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট উইংসমূহে পদায়িত হতে পারেন। এতে তারা সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত হবেন। এতে তাদের পক্ষে মিশনে কাজ করা সহজ হবে।

উদ্দেশ্য:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের ধরণ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা, যে দেশে পদায়িত হবেন সে দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করা।

ফলাফল:

মিশনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মিশনসমূহ।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬

৩.৪ বিশেষ প্রবাসীদের পুল গঠন

প্রেক্ষাপট:

বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অনেকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকেন। সামাজিকভাবেও অনেকে ভালো অবস্থানে থাকেন। তাদের সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সুসম্পর্ক থাকে। এমন সব বিশেষ ব্যক্তিদের কে নিয়ে প্রতিটি মিশন প্রবাসী পুল গঠন করতে পারে। প্রবাসী কমিউনিটির কল্যাণ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই বিশেষ ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য:

প্রবাসী কমিউনিটির কল্যাণে প্রবাসীদের অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি, অভিজ্ঞতা বিনিময়।

ফলাফল:

প্রবাসী কমিউনিটির কল্যাণ, মিশনের সেবার মান উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশে দেশের স্বার্থ সুরক্ষা

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাংলাদেশ দুতাবাস, ব্যাংকক।

সহযোগিতায়ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, প্রবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটি।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ সমন্বিত ট্রেনিং পলিসি

প্রেক্ষাপট:

সমন্বিত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক সময় অনভিজ্ঞতা বা ভুল সিদ্ধান্তে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও কনস্যুলার কর্মকর্তাদের জন্য একটি আধুনিক ও ফলপ্রসূ ট্রেনিং পলিসি তৈরি করা হলে বিদেশে সেবা প্রদান, কূটনৈতিক কার্যক্রম এবং প্রবাসী সুরক্ষা অনেক উন্নত করা সম্ভব।

উদ্দেশ্য:

কূটনৈতিক, ভাষাগত, আইনি, কনস্যুলার দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রবাসীদের প্রতি জনবান্ধব ও পেশাগত আচরণ নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈশ্বিক ইস্যুতে হালনাগাদ থাকা, ডিজিটাল টুল ও সফটওয়্যার ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার কৌশল আয়ত্ত করা।

ফলাফল:

মিশনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, মিশন তথা দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ফোরামে দেশের স্বার্থ সুরক্ষা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রশাসন উইং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়: বাংলাদেশ মিশনসমূহ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬

৪.২ স্থানীয় ভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

স্থানীয় ভিত্তিক কর্মচারীরা দূতাবাসে অফিস সহকারী, অনুবাদক, গাড়ি চালক, আইটি টেকনিশিয়ান, রিসেপশনিস্ট, বা অন্য প্রশাসনিক পদে স্বাগতিক দেশের নাগরিক বা প্রবাসী বাংলাদেশি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে নিয়োজিত হন। তারা কূটনৈতিক মর্যাদা প্রাপ্ত নন। বর্তমানে মিশনসমূহে স্থানীয়ভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ নীতিমালা (Local Staff Recruitment Policy) নেই। এ কারণে স্থানীয়ভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়, অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য লোক নিয়োগ পায় না। এ ছাড়া তাদের বেতন-ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রেও মিশনসমূহ জটিলতার সম্মুখীন হয়। অনেক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া যায়।

উদ্দেশ্য:

যোগ্যতা সম্পন্ন লোকবল নিয়োগ, বেতন-ভাতা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

ফলাফল:

মিশনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, মেধার মূল্যায়ন, সরকারী অর্থের অপচয় হ্রাস, সেবা সহজীকরণ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি ও সংগঠন শাখা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়: বাংলাদেশ মিশনসমূহ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ৩০ জুন ২০২৬

৪.৩ প্রটোকল সার্ভিস নির্দেশিকা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের একটা বড় কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ভ্রমণের সময় তাদের প্রটোকল সহায়তা প্রদান করা। মিশনের অপ্রতুল জনবল ও রিসোর্স সিমাবদ্ধতা নিয়ে প্রটোকল সহায়তা প্রদান করতে গিয়ে মিশনগুলোকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রাপ্যতার বাহিরে সহায়তা প্রত্যাশা করেন। এ ধরনের সহায়তা প্রদান করতে গিয়ে কখনও কখনও মিশনকে অনিয়মের আশ্রয় নিতে হয়। কিছু মিশন প্রটোকল সহায়তা প্রদান নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত থাকে যে এতে মিশনের সাবস্টেন্টিভ কাজ ব্যাহত হয়।

উদ্দেশ্য:

সকল মিশনে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রটোকল সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

সাবস্টেন্টিভ কাজে মিশনের জনবল ও সম্পদের অধিক ব্যবহার, আর্থিক অনিয়ম রোধ, মিশনের কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

রিসার্চ উইং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়: বাংলাদেশ মিশনসমূহ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ অক্টোবর ২০২৫- ০৩ মার্চ ২০২৬

অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগসমূহ

- ১। প্রতিটি মিশন ও মিশন প্রধানের বাসভবন নিজস্ব জমিতে নির্মাণ
- ২। কূটনৈতিক উইং এর জনবল বৃদ্ধি
- ৩। নতুন উইং খোলার বিকল্প হিসাবে মিশনের জনবল বৃদ্ধি করা
- ৪। সকল উইং কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন করা
- ৫। মিশনে পদায়নের ক্ষেত্রে মিশন প্রধানের জৈষ্ঠতা বিবেচনায় নিয়ে পদায়ন করা
- ৬। কন্সুলার সার্ভিস প্রদানে মেনেজড সার্ভিস গ্রহণ
- ৭। প্রত্যেক মিশনে কালচারাল সেন্টার স্থাপন
- ৮। সকল যোগাযোগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে করা
- ৯। বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস রুলস প্রণয়ন
- ১০। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ

পাইলট উদ্যোগ: সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা - সউবাক

০১ অক্টোবর ২০২৫ - ৩১ মার্চ ২০২৬

সমস্যার বর্ণনা:

বিদেশে অবস্থানকালে বিভিন্ন কারণে অবৈধ হয়ে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকাংশই দ্রুত বাংলাদেশে ফিরে আসতে চান। কোন কারণে তাদের পাসপোর্ট না থাকলে বা পাসপোর্টের মেয়াদ না থাকলে তাদের ফিরে আসার জন্য প্রয়োজন হয় ট্র্যাভেল পারমিটের। অনেকে জেলে বন্দী থাকেন যাদের ফিরে আসার জন্যও ট্র্যাভেল পারমিটের প্রয়োজন হয়। এ জন্য আবেদনকারীকে দুতাবাসে এসে আবেদন করতে হয় অথবা দুতাবাস থেকে কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন জেলে গিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়ে ট্র্যাভেল পারমিট প্রদান করেন। দুতাবাসে আসার ক্ষেত্রে অনেকেরই আটক হবার ভয় বা অন্য ভ্রমণ ঝুঁকি থাকে। এর পাশাপাশি আবেদনকারীকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয় যা বহন করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এতে দালালরা যুক্ত হয়। বর্তমানে হাতে লেখা ট্র্যাভেল পারমিট প্রদান করা হয় যা দালালেরা নকল করে আবেদনকারীকে জাল পারমিট প্রদান করে। এতে আবেদনকারী অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেও প্রতারণিত হন, এয়ারপোর্টে আটক হন, দুতাবাস রাজস্ব হারায়।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা:

বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ট্র্যাভেল পারমিট প্রদানের অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে সেবাটিকে আরও সহজ, সাশ্রয়ী, দ্রুত করার লক্ষ্যে এবং অসাধু উপায়ে ট্র্যাভেল পারমিট গ্রহণ বন্ধের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট চালু করা যেতে পারে। এটি হবে ডিজিটাল বা প্রিন্টযোগ্য ট্র্যাভেল পারমিট। একজন আবেদনকারী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা দুতাবাসে সরাসরি আবেদন করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য যাচাইপূর্বক ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট ইস্যু করবে। PDF ফরম্যাটে ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিটে থাকবে QR কোড, যা ইমিগ্রেশন বা এয়ারলাইন্স স্ক্যান করতে পারবে। এটি আবেদনকারীর ইমেইলে পাঠানো হবে অথবা অনলাইন পোর্টালে ডাউনলোডযোগ্য করা হবে।

সংস্কার উদ্যোগের পরিসংখ্যান:

প্রকল্পের নাম:	বিদেশে অবস্থানরত পাসপোর্টবিহীন বাংলাদেশি নাগরিকদের ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট (ETP) প্রদান
বাস্তবায়নকারী সংস্থা:	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচিত বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন।
উদ্দেশ্য:	ন্যূনতম কাগজপত্র, দ্রুত প্রক্রিয়া এবং অনলাইন আবেদন পদ্ধতির মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ। বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপদ ও বৈধ প্রত্যাবর্তন অথবা প্রবাসে বৈধতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।
পরীক্ষামূলক মিশন:	বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব। এই দূতাবাসের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় প্রায় ১৮ লক্ষ বাংলাদেশী অবস্থান করে।
সময়কাল:	ছয় মাস (পাইলট পর্যায়), ০১ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩ মার্চ ২০২৬।

প্রকল্পের প্রধান স্টেকহোল্ডার এবং তাদের ভূমিকা ও সম্পৃক্ততা:

স্টেকহোল্ডার	ভূমিকা ও সম্পৃক্ততা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা	নীতিমালা নির্ধারণ ও প্রকল্প তদারকি, পাইলট মিশন নির্বাচন, ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট -এর ফরম্যাট, নির্দেশিকা ও অনুমোদন প্রদান এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিদেশি সরকারগুলোর সাথে সমন্বয়
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	অভিবাসন আইন ও নিরাপত্তা দিক তদারকি, সংবেদনশীল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা অনুমোদন, ইমিগ্রেশন পুলিশের সাথে সমন্বয় সাধন।
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	নাগরিকদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য তথ্য সরবরাহ, NID বা পুরাতন পাসপোর্ট যাচাই সহযোগিতা, আগত ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট হোল্ডারদের ফ্ল্যাগিং।
মিশনসমূহ	আবেদন গ্রহণ ও যাচাই, ভিডিও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিতকরণ, ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট ইস্যু ও প্রেরণ, প্রয়োজনে মোবাইল কনসুলার টিম পরিচালনা, স্থানীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ।
প্রবাসী বাংলাদেশি	আবেদন জমা প্রদান (অনলাইন/ সরাসরি), প্রমাণপত্র বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিচয় প্রদান, ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট ব্যবহার করে দেশে ফেরা।
স্বাগতিক দেশের সরকার	বাংলাদেশ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট গ্রহণ ও স্বীকৃতি, অভিবাসীদের প্রস্থানে সহযোগিতা, প্রয়োজনে তথ্য যাচাইয়ে সহযোগিতা।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে রসোর্স মোবাইলাইজেশন:

১। আর্থিক সম্পদ

সরকারি বাজেট:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনসুলার বা বিশেষ প্রকল্প বাজেটের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। প্রয়োজনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

পরিষেবা ফি:

আবেদনকারীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে। তবে জেলে আটক বা অসহায় ব্যক্তিদের বিনামূল্যে এ সেবা দেয়া যেতে পারে।

২। মানবসম্পদ

দূতাবাস:

আবেদন যাচাই ও ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট ইস্যু প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। প্রশিক্ষণের আয়জন করা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়:

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেল গঠন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন।

অস্থায়ী/ চুক্তিভিত্তিক কর্মী:

দূতাবাসে তথ্য এন্ট্রি, হেল্পলাইন, মোবাইল টিমে সহায়তা (চাহিদা অনুযায়ী) ইত্যাদি কাজের জন্য জনবল নিয়োগ।

৩। প্রযুক্তিগত সম্পদ

আইটি অবকাঠামো:

মিশনে বিদ্যমান কনসুলার প্ল্যাটফর্ম আপগ্রেড করে QR কোড, ডকুমেন্ট ট্র্যাকিং, ডাটাবেইস সংযুক্তিকরণ। NID বা DIP ডেটাবেইস সংযুক্ত করে অনলাইন যাচাই ব্যবস্থা।

তথ্য বিনিময়:

SMS, ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে প্রবাসীদের সাথে তথ্য বিনিময়।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/ মন্তব্য
১	পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি,	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আই সি টি ডিভিশন, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	মাস ১	প্রকল্প কাঠামো তৈরী, দায়িত্ব বন্টন, প্রাথমিক অর্থ ও অংশীদার চিহ্নিতকরণ অনুমিত ব্যয়ঃ ৫ লক্ষ টাকা
২	সিস্টেম উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আই সি টি ডিভিশন, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বাংলাদেশ দূতাবাস	মাস ২-৩	ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাভেল পারমিট ইস্যু ও যাচাইয়ের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুমিত ব্যয়ঃ ৩০ লক্ষ টাকা
৩	মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস	মাস ৪-৬	নির্বাচিত ১ টি দূতাবাসে পাইলট চালু, জনবল নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও ইস্যু শুরু। অনুমিত ব্যয়ঃ ২০ লক্ষ টাকা
৪	মনিটরিং, মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, আই সি টি ডিভিশন,	মাস ৬	কার্যকারীতা মূল্যায়ন, সমস্যার সমাধান এবং সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরী। অনুমিত ব্যয়ঃ ৫ লক্ষ টাকা

উদ্যোগটি জনপ্রিয়, টেকসই ও সম্প্রসারিত করতে কার্যক্রম

ক) আইনগত ভিত্তি শক্তিশালীকরণঃ

পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন আইনে ইলেক্ট্রনিক ড্র্যাভেল পারমিট এর স্বীকৃতি সংযোজন করতে হবে। পাইলট দেশগুলোর সাথে ইলেক্ট্রনিক ড্র্যাভেল পারমিট এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রয়োজনে চুক্তি করতে হবে।

খ) প্রযুক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ

ইলেক্ট্রনিক ড্র্যাভেল পারমিট প্ল্যাটফর্ম আপগ্রেড করতে হবে, সাইবার সিকিউরিটি জোরদার করতে হবে। NID, DIP ডাটাবেইস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের e-consular সিস্টেমে ইন্টিগ্রেট করতে হবে।

গ) মানবসম্পদ ও দক্ষতা বৃদ্ধিঃ

দূতাবাসের কর্মকর্তা ও IT কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে, প্রতিটি দূতাবাসে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনিত করতে হবে।

ঘ) সচেতনতা ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিঃ

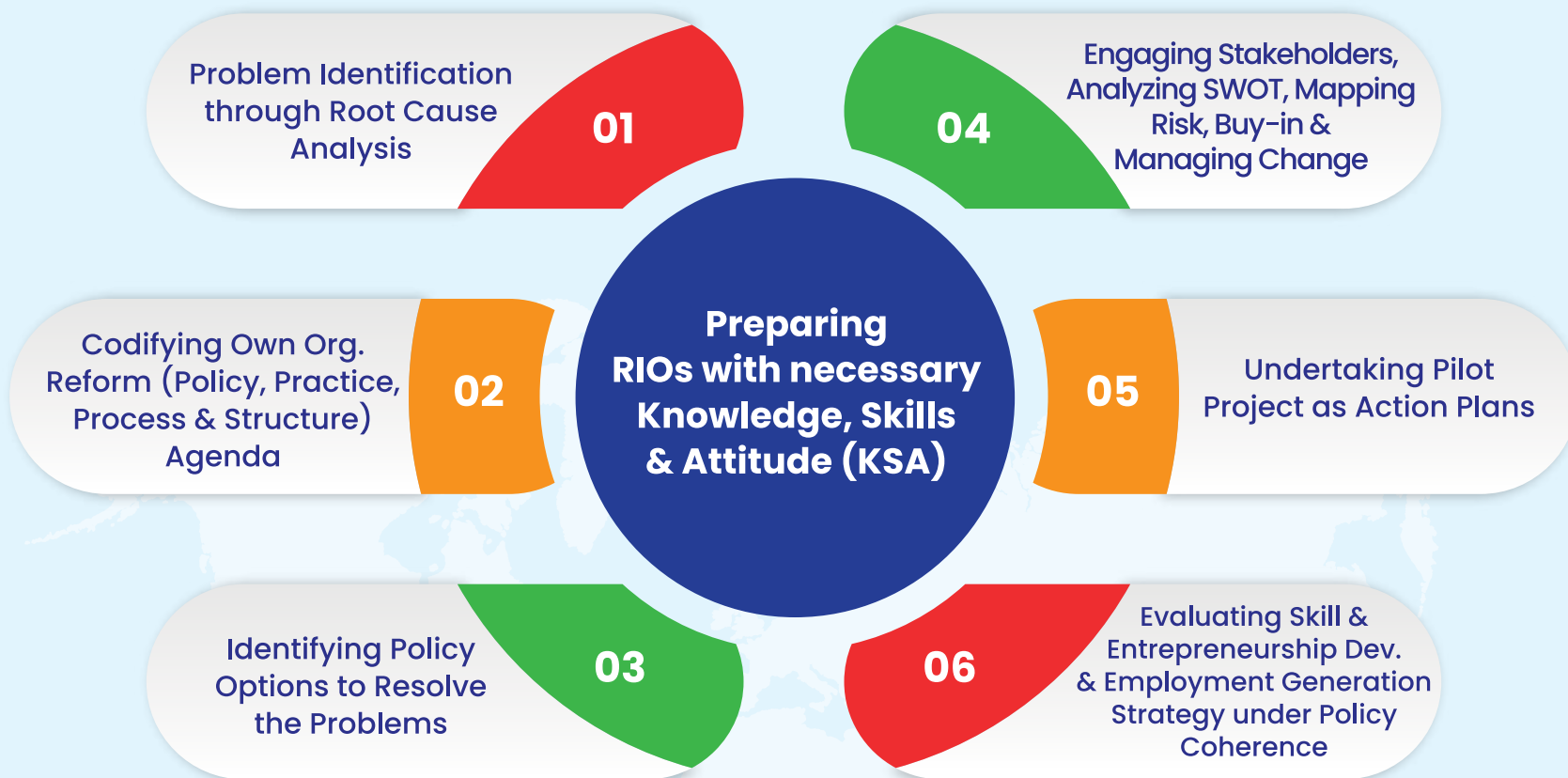
প্রবাসীদের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক ড্র্যাভেল পারমিট সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য পোস্টার, লিফলেট বিতরণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, প্রবাসী কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করতে হবে, দূতাবাসে হেল্পলাইন চালু করতে হবে।

ঙ) মনিটরিং, মূল্যায়ন ও উন্নয়নঃ

ইলেক্ট্রনিক ড্র্যাভেল পারমিট ইস্যু সংখ্যা, প্রক্রিয়াকরণে গৃহিত সময়, সন্তুষ্টির হার নিরূপণ করতে হবে এবং প্রযুক্তিগত বা প্রক্রিয়াগত সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership



“A civil servant’s signature is not power—it is responsibility”



BPATC



পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়